Kumar Paribrajak Series No. 11.

তত্ত্ববিচার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক, ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশবাণী পুনর্মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

৮ই ভাদ্র ঝুলন দ্বাদশী; ১৩৩১।
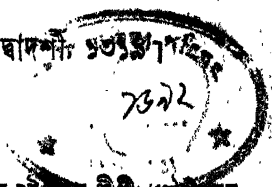
শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজীর অনুরাগী ভক্ত চট্টগ্রামস্থ শ্রীশ্রী৺গৌরীশঙ্কর লাইব্রেরীর সদস্যগণের উৎসাহ ও যত্নে প্রচারিত।

প্রকাশক
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ চরণাশ্রিত—
শ্রীপবিত্রানন্দ যোগাশ্রমী।
কাশীযোগাশ্রম,
বেনারস সিটী।

ঢাকা বাঙ্গালা-যন্ত্রে শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার।

দেব! এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মধ্যে যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা তোমারই শ্রীমুখনিঃসৃত ধ্রুবসত্য বেদ-বাণী। উহা অত্যল্প হইলেও আমার ন্যায় ভবব্যাধি গ্রস্ত ত্রিতাপতপ্ত জীবের পক্ষে একমাত্র অমোঘ মহৌষধ। তাই দেব! তোমার এই শুভ আবির্ভাবের দিনে তোমার এই দীনহীন অকৃতি সন্তান তোমারই জিনিষ তোমারই চরণে অর্পণপূর্ব্বক তোমার প্রসাদ স্বরূপ সুধী সমাজে বিতরণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

তোমার কৃপাভিখারী
শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত
শ্রীপবিত্রানন্দ।

প্রকাশকের নিবেদন।

যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে বিলুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনার্থ এবং ভারতীয় ধর্ম্মসমাজের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, যাঁহার স্বাভাবিক অমৃতময়ী ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় সহস্র সহস্র পাষাণহৃদয় বিগলিত, কত অপথকুপথগামী সুপথে আনীত, যাঁহার জলন্ত ও জীবন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় এক সময়ে সুদূর পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্ম-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, বঙ্গের সেই প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর অমূল্যবাণীস্বরূপ "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" নামক পুস্তক মধ্যস্থ প্রাণোন্মাদকারিণী "অন্ধের যষ্টি" নামক বক্তৃতার কিয়দংশমাত্র "সাধুসঙ্গ ও বিবেক" নাম দিয়া এই পুস্তিকামধ্যে প্রকাশিত হইল। অপরন্তু, প্রায় ১৭।১৮বৎসর অতীত হইতে চলিল, একদা কাশীতল-বাহিনী পবিত্র গঙ্গার তটে সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে, জনৈক জিজ্ঞাসু কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসাকালে শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী মহারাজ বৈরাগ্যবিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, "বৈরাগ্য" নামে অভিহিত সেই উপদেশটীও সজ্জনগণের চিত্তবিনোদনার্থ এই পুস্তিকা মধ্যে প্রকটিত হইল। এতদ্ভিন্ন "পরিব্রাজকের সঙ্গীত' হইতে ভক্তি, বৈরাগ্য ও সাধন বিষয়ক কতিপয় সঙ্গীতও উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী মহারাজের অনুরাগী ভক্ত চট্টগ্রামস্থ শ্রীশ্রী ৺ গৌরীশঙ্কর লাইব্রেরীর সদস্যগণের বিশেষ অর্থসাহায্যে এবং ফরিদপুরনিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন ও রামপুরহাটনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর সাহা প্রমুখ স্বামীজীর কয়েক জন অনুরাগী ভক্তের আনুকূল্যে এই পুস্তকখানি সজ্জনগণের পাঠার্থ বিতরণ করিতে সমর্থ হইলাম। মা যোগেশ্বরী তাঁহাদের ধর্ম্মভাব দিন দিন বৃদ্ধি করুন, ইহাই প্রার্থনা।
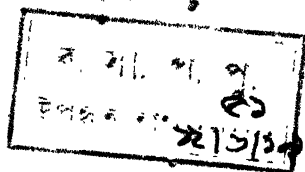
তত্ত্ববিচার।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

জননী, জগৎমোহিনী, জীব-নিস্তারিণী;
ও মা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা,
অনাদ্যা তুমি মা অনন্তরূপিণী॥

তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বারি বহ্নি কি আকাশ,
যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ—
জননী গো—সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী॥

রবি নিশাকর নক্ষত্রনিকর,
আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর,
দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর—
অরূপিণি—অনন্ত অম্বর চিত্রকারিণী।

দেখিতে তোমায় সাগরাম্বুরাশি,
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবানিশি,
বনে রাশি রাশি, কুসুম হাঁসি হাঁসি—
চেয়ে রয় গো—দেখিবার তরে তোমায় তারিণী॥

প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়,
আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়,
তরু লতা পাতা সবারে নাচায়—
দেখি তায় গো—আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী॥

চিন্তাময়ী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে,
তবু না চিনিলাম চিন্ময়ী মা তোরে,
গুপ্ত রূপে পরিব্রাজকের অন্তরে—
দেখা দে মা—মদনমর্দ্দন-মনোহারিণী॥

বৈরাগ্য।*

অনেকের বহির্ব্বিষয়ে বৈরাগ্য দেখিয়া লোকে সাধারণতঃ উহাকে যেরূপ কঠোর ভাবিয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু উহা ততদূর ক্লেশ-কর কি না ইহা একবার বিচার করা আবশ্যক, এবং যাঁহারা ঈদৃশ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে যথার্থই বিরাগী মনে করেন, তাহাই বা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, ইহাও পূর্ব্বে না বুঝিলে আমরা বৈরাগ্যের স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিতে কখনই সক্ষম হইব না। সুতরাং বৈরাগ্যের

---

* কাশীতলবাহিনী গঙ্গার তটে উপবিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী মধ্যবর্ত্তী জনৈক জিজ্ঞাসু কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসাকালে পরিব্রাজক শ্রীমৎ-শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের কথিত উপদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১৮১৭ শকাব্দা, বৈশাখ মাস।

প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পার্থক্য এবং তজ্জনিত বৃত্তিপ্রবাহের বিভিন্নতার বিষয় একটু আলোচনা করিতে হইবে।

প্রবৃত্তি প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইলেও তোয় তরঙ্গের ন্যায় উভয়ের পার্থক্য অনুভূত হইয়া থাকে। জীবের প্রকৃতি প্রবৃত্তির হিল্লোলে স্ফুরিত হইবার অতি অল্পই অবকাশ পায়; সুতরাং আমরা অধিকাংশ সময়েই প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকি। অথচ প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য না করিলে কোন উপকারেরই আশা নাই। এই জন্য আমরা প্রকৃতির তথ্য না লইয়া নিজ নিজ প্রবৃত্তির আদেশ অনুসারে যাহা তাহা করিয়া থাকি। যাহা ভাল লাগে তাহাই আবশ্যক ও উপযোগী বোধ হয়, এবং তাহাতে আপাততঃ লোকের নিকট বাহাবা পাইলেও কিন্তু সাধকের বস্তুতঃ তাহাতে কোন ফলই সিদ্ধ হয় না। ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে অর্জ্জুনের ক্ষণিক বৈরাগ্য উদয় হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা যে অস্থায়ী ইহা অর্জ্জুন স্বয়ং না বুঝিলেও, অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাহা বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। তাই অর্জ্জুনকে তাঁহার ক্ষাত্র প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য তিনি বারম্বার উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুনও যে প্রথমে আপনার প্রকৃতিগত সামর্থ্য বুঝিতে পারেন নাই, ভগবান কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহার পুনরায় যুদ্ধোদ্যমেই তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। আমরা অনেক সময় সদুপদেশের অনুসরণ না করিয়া প্রবৃত্তিপরিচালিত হই বলিয়া পরিণামবিরস ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যাহার যাহা ভাল লাগে না, অন্যের পক্ষে কঠিন হইলেও তাহার পক্ষে তাহা ত্যাগ করা কিছুই শক্ত নয়: সুতরাং যাহার গৃহপরিজনে আস্থা নাই, তাহার সংসারত্যাগে ক্লেশ কোথায়? যাহারা সংসারী

তাহারাই, ইহা বড় কঠিন মনে করিয়া থাকে। লোকের সংস্কার সন্ন্যাসী বড় ক্লেশ ভোগ করেন; কিন্তু যাহার সংসারে আসক্তি নাই, তাহার পক্ষে সংসারত্যাগ অতীব সহজ—ভূতলে শয়ন ও ভস্মলেপন বা কৌপীনধারণ তাহার অতি প্রীতিপ্রদ। আবার যাঁহার সন্ন্যাসীর সাজ সন্ন্যাসীর কাজ ভাল লাগিল বলিয়া সংসারে বিরক্তি, তাঁহার তো আসক্তি সম্পূর্ণ ই রহিয়াছে; বৈরাগ্য তাঁহার কোথায়! সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসের প্রতি ভালবাসা হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ; কিন্তু এক দিকে আসক্তি আছেই। আমার অন্ন ভাল লাগে না, সুতরাং খাই না; ইহা আর কঠিন কি? আর তিক্ত খাইতে আমার ভাল লাগে, তাই খাই; তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক আসক্তিবুদ্ধিতে সংসারী বা সন্ন্যাসী হওয়া উভয়ই প্রবৃত্তির কার্য্য। প্রবৃত্তি সদা পরিবর্ত্তনশীলা, এই জন্য স্থায়ী ফলের আশাও অতি অল্প। ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই অনাসক্তবুদ্ধি না হইলে বাস্তবিক বৈরাগ্য হয় না—অর্থাৎ যিনি সম্মানিত হইলেও সুখ বোধ করেন না, আবার অসম্মানিত হইয়াও যাঁহার ক্লেশ-বুদ্ধি হয় না, তিনিই প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ পুরুষ; যিনি ভোগ-ত্যাগী ও ত্যাগ-ত্যাগী, তিনিই প্রকৃত বিরাগী। যিনি "কভী এওল খানা, কভী মুঠী ভর চনা, কভী ওভী মনা" এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই সদা সম-সন্তোষ-যুক্ত থাকেন, তাহারই বৈরাগ্য প্রকৃত পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে বলিতে হইবে। শাস্ত্রে ইহার লক্ষণমাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ আদর্শ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। অতুলজ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠদেবের ন্যায় জ্ঞানবান্ মহাত্মাও পুত্রশোকে ক্ষুব্ধ ও আপনাকে পাশবদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত এবং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও শুক-বিরহে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তবে কি এ বৈরাগ্য অসম্ভব? আমরা বলি, বিচারবুদ্ধি দ্বারা চেষ্টা করিয়া বৈরাগ্য সাধন করিলে, তাহাই

বটে। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হইবার আরও একটী অতি সহজ উপায় আছে; তাহাতে সাধক প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, অথচ অবশেষে দেখিবেন, অনায়াসেই তাঁহার অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে সহজ উপায় কি? জীবমাত্রেরই অনুরাগ-বুদ্ধি আছে; আমরা কিছু না কিছু ভাল না বাসিয়া থাকিতেই পারি না। সুতরাং যদি ভালবাসিতেই হইল, তবে এমন কাহাকেও ভালবাসি, যাহাতে ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই অনাসক্তি জন্মাইয়া যায়; ইহাই সহজ সাধন। যাঁহার অপেক্ষা আর কিছু সুন্দর পদার্থ জগতে নাই, মন একবার তাঁহার ভাবে মজিলে জগতের আর কোন পদার্থই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। যে একবার সন্দেশের স্বাদ পাইয়াছে, তাহার কি আর গুড় ভাল লাগে? অনুরাগ আসক্তির ভিতর দিয়া ভগবানে ভালবাসা জন্মিলে, বিনা চেষ্টাতেই বিষয় ও বৈরাগ্যে বিরক্তি আসিয়া যায়, কিছুই যত্ন করিতে হয় না; তাই ভগবানের শরণাগত হইয়া সাধন বড় সহজ। দুর্ব্বল জীব আমরা, আমাদের কোনই শক্তি সামর্থ্য নাই; এইটুকু মনে হইলেই ভগবানের শরণাগত হওয়া আমাদের পক্ষে অতি সহজ। আর যত গোল আমাদের নিজের বলবুদ্ধির দ্বারা বিষয় হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা! যিনি বাঁধিয়াছেন, তাঁহার শরণাগত না হইয়া নিজের চেষ্টায় বন্ধনমুক্ত হইতে গেলেই গোল বাধিয়া যায়, বন্ধন না খুলিয়া বরং আরও কসিয়া আঁটিয়া যায়, পদে পদে ভ্রান্তি বশতঃ পতিত হইতে হয়। এই জন্যই ভগবান বলিতেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অনুরাগের ভিতর ভগবদ্ভাব মিশিলেই বিষয়াসক্তি মন হইতে আপনি বাহির হইয়া যায়। স্বামীজী দৃষ্টান্তস্থলে বলেন—গুপ্তপাড়ার

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবায়ত কোন দণ্ডীস্বামী অত্যন্ত পীড়িত এবং জ্বরের উত্তাপে তাঁহার ভয়ানক গাত্র-দাহ ও পিপাসা হইলেও, কবিরাজগণ তাঁহাকে তৃষ্ণায় জল দিতে নিষেধ করিলেন; এদিকে শান্তিপুর হইতে ডাক্তার আসিয়া রোগীর ইচ্ছানুরূপ, এমন কি, ডাবের জলের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু বমনকারক ঔষধও মিলাইয়া দিলেন। ডাবের জল পাইয়া রোগীর আহ্লাদের সীমা রহিল না, খাইবামাত্রই পিপাসা মিটিয়া গেল; আবার পরক্ষণেই ঔষধের গুণে ডাবের জল ও পিত্তাদি সমস্তই উঠিয়া গিয়া রোগীর শান্তি বিধান করিল। এইরূপে ভালবাসার সহিত ভগবদ্ভাব মিশিয়া গেলে, মন হইতে বিষয়াসক্তি সহজেই দূর হইয়া যায়। কিন্তু লোকে বৃথা গণ্ডগোল করিয়া ভগবানের অনুগ্রহলাভ এতই কৃচ্ছ্র ও কষ্টসাধ্য বুঝাইয়া দিয়া থাকে, এত ভিন্ন ভিন্ন পূজা, পাঠ, এত ভিন্ন ভিন্ন জপ, যজ্ঞের অবশ্যাবশ্যকতা আসিয়া পড়িয়াছে যে, জীব শুনিবামাত্রই নিরাশ হইয়া যায়, বাহ্য ব্যাপারের বিরাট ব্যবস্থায় তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুঃসাধ্য বোধে ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যায়; সে একবার ভাবিয়াও উঠিতে পারে না যে, তাহার ন্যায় একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর পাপ ভগবানের কৃপাকটাক্ষের নিকট গণনার মধ্যেই নয়। আমার ন্যায় নগণ্য জীবের কল্যাণ সাধন করা ভগবানের এত কঠিন নয় যে, তজ্জন্য আমাকে আবার পুঞ্জায়মান পুঁথি পড়িতে হইবে, যোগ সমাধি করিতে হইবে, জ্ঞানের দ্বারা তাহার পরিমাণের নিরূপণ করিতে হইবে। আর তাহার সম্ভাবনাই বা কোথায়? আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাঁহার পূর্ণাবয়ব কিরূপে পরিদৃষ্ট হইবে, ক্ষুদ্র একটি ঘটীতে গঙ্গার সমস্ত জল কিরূপে আসিবে? সুতরাং পিপাসা মিটাইতে হইলে, জলে একবার নামিলে স্নান পান উভয়ই সিদ্ধ হইবে, বাহ্যাভ্যন্তর

সুশীতল হইবে। আমি নিজে চাহিয়া লইলে আর কয়টী অভাব পূর্ণ হইবে? কেননা আমি যে নিজের কি কি চাই তাহাই জানি না। ভগবান ভাল বুঝিয়া যাহা আমাদের মঙ্গলের সমস্তই দিবেন; জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদিগকে তাঁহার চরণ সেবার উপযোগী করিবার জন্য দরকার, সে সমস্তেই তিনি আমাদিগকে শোভিত করিবেন। আমরা কেবল নিজে নিজে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইব, কামক্রোধাদি * কোন দোষের দিকেই তাকাইয়া আমাদিগকে ভীত বা পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না। আমরা একটী একটী করিয়া কয়টী দোষেরই বা সংশোধন করিতে পারিব; কিন্তু একবার তাঁহার অলোক-সামান্য রূপ দেখিলে, ইতর সমস্তই কুৎসিত দেখাইবে, তাহাতে আর মন মজিবে না।

ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইবামাত্রই আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমস্ত পাপেরই অবসান হইয়া যাইবে। গঙ্গাজলে নামিলেই ময়লামাটী

---

* লোকে কামাদিকে রিপু বলিয়া বর্ণন করে, অথচ কার্য্যকালে তাহাদিগের সহিত পরম মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রহ্মাদি জয়-সংরূঢ় কামের প্রতি শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিলে, একবার অশ্রদ্ধা করিলে আর কি কাম আসিয়া থাকে? কিন্তু কামের আগমন কালে লোক সকল বিচিত্র বেশভূষায় শোভিত হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকে; সুতরাং কাম আসিবে না কেন? আর মনুষ্যের কি সামর্থ্য যে কন্দর্পের ন্যায় প্রতাপী পুরুষকে পরাভূত করে? সুতরাং দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় রিপুদলের দর্শনে ভীত চকিত হইয়া ভগবানের চরণ-প্রান্তে ছুটিয়া যাও; তাঁহার আশ্রয়ে কেহই আক্রমণ করিতে পারিবে না, সে শক্তিতে সকলেই পরাভূত হইবে। জলে অবগাহন করিলেই সমস্ত উত্তাপ একেবারে শীতল হইয়া যাইবে।

সমস্তই ধুইয়া যায়; সুতরাং গঙ্গায় নাইবার আগে আর গা ধুইবার বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। ভগবৎ-চরণে শরণ হইলে সমস্ত দোষই দূর হইয়া চিরদিনের অভাব বিনষ্ট হয়, এবং জন্ম-জীবনের সমস্ত সার্থকতাই সিদ্ধ হইয়া যায়। যাঁহার আদি অন্ত ভাবিয়াও পাওয়া যায় না, তাঁহাকে নিজ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণের বৃথা চেষ্টা না করিয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যাও—আশা মিটিবে তবুও অন্ত পাইবে না, বিষয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না; বৈরাগ্যের উগ্রমূর্ত্তি আর দেখিতে হইবে না, উহা ভগবৎ কৃপায় স্বতঃএব তোমার চরণ চুম্বন করিবে। যত পরিমাণে ভগবানে অনুরাগ জন্মিবে, বিষয়ে তত পরিমাণে বৈরাগ্য হইবে।

সাধুসঙ্গ ও বিবেক।

(স্বামীজী প্রদত্ত "অন্ধের যষ্টি" নামক বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত।)

"সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্।
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ॥"

সৎসঙ্গ ও বিবেক এই দুইটী মানবের নির্ম্মল চক্ষু। যাহার এই দুইটী চক্ষু নাই, সে ব্যক্তি অন্ধ; সে কেন না কুপথে গমন করিবে? যাহা সুপথ, অন্ধ তাহা স্বয়ং দেখিতে পায় না; সুতরাং কুপথে যাওয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ। সৎসঙ্গ ও বিবেক, এই দুইটীর মধ্যে একটী চক্ষুও যাহার থাকে, সেও পথ দেখিতে পায়; কিন্তু যাহার একটী চক্ষুও নাই, সে সুপথে যাইবে কিরূপে? বিবেকলাভ করা ত জন্ম-জন্মান্তরীণ সুকৃত-সাধ্য। চেষ্টা করিলে সৎসঙ্গ সুলভ হইতে পারে; সৎসঙ্গের দ্বারা জীব অনায়াসেই আবার বিবেক লাভ করিয়া থাকে। কলির

কলুষিত জীব আমরা, সৎসঙ্গও আমাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। সাধুর অভাব হইয়াছে বলিয়া যে সাধুসঙ্গ হয় না, তাহা নহে; সাধু শত শত থাকিলেও, আমাদের চক্ষুর দোষে আমরা যে সাধু দেখিতে পাই না, তাহার উপায় কি? আমার মনের দোষে, আমার চক্ষুর দোষে আমি যে সাধুকেও অসাধু বলিয়া বুঝি! আবার ভ্রমে পড়িয়া কখনও অসাধুকে ও সাধু বলিয়া বুঝি! ইহার উপায় কি?

প্রকৃত সাধুকে চিনিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ নহে। যাঁহারা বিদ্যাভিমানী, তাঁহারা, সন্ন্যাসী বিদ্যাবান্ কি না, এই পরীক্ষা দ্বারা সাধু চিনিতে চাহেন; যাঁহারা তার্কিক, তাঁহাদের তর্কজালে সাধু যদি পরাস্ত হ'ন, তবে তাঁহাকে তাঁহারা সাধু বলিতে চাহেন না; অথবা সাধু তর্ক করিতে অসম্মত হইলে, তার্কিক তাঁহাকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিলেন না। কাহারও মতে গৈরিক বসন পরিলে, কাহারও মতে ভস্মাচ্ছাদিত-কলেবর ও জটামণ্ডলমণ্ডিতমস্তক হইলে সাধু হওয়া যায়; কাহারও মতে দিগম্বর থাকিলে ও কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিলে সাধু হওয়া যায়; কাহারও মতে যিনি ভোজন করেন না, মলমূত্র ত্যাগ করেন না, নিদ্রা যান না, তিনিই সাধু; কাহারও মতে যিনি বন্ধ্যার পুত্র হইবারঔষধ দেন ও লোককে নানা যন্ত্রমন্ত্র দ্বারা মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন, তিনিই সাধু। এইরূপে নানা লোকে নিজ নিজ কল্পনা-প্রসূত লক্ষণ দ্বারা সাধুর পরিচয় লইতে চান। কিন্তু সভ্য মহোদয়গণ! ইহা নিশ্চয় জানিবেন, যেমন স্বয়ং সুপণ্ডিত না হইলে কোনও পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করা যায় না, সেইরূপ স্বয়ং সাধুপ্রকৃতি না হইলে সাধুর সাধুতা বুঝিতে পারা যায় না। সাধুর নিকট গিয়া কি লক্ষণ দ্বারা সাধু বুঝিতে হয়, তাহা সাধু ভিন্ন আর কেহ বলিয়া দিতে পারেন না। সাধুর রক্তমাংসময় শরীর

দেখিয়া, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার পরীক্ষা করিয়া সাধু চিনিতে পারা যায় না। সাধনাই সাধুর মূল; সাধনবিহীন তুমি আমি তাহা কিরূপে বুঝিব? সাধু কতটুকু সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কতটুকু সাধন-সিদ্ধির লক্ষণ তাহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে, সাধনক্ষেত্রের কোন্ গূঢ় গর্ভে নিভৃত রত্নভাণ্ডারের অধিকার সাধু লাভ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া লওয়া অসাধকের সামর্থ্যবহির্ভূত। কেবল গোটাকতক লম্বা চওড়া জ্ঞানের কথা ছাড়িলেই সাধু হওয়া যায় না। সাধুতা ফল্গু নদীর প্রবাহের ন্যায় হৃদয়ের ভিতর দিয়া—লোকনয়নের অতীত স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। যাঁহার হৃদয় সাধু, তিনিই প্রকৃত সাধু। আজ কালের একজন বিখ্যাতনামা কলিকাতাস্থ পণ্ডিতকে কাশীবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "মহাশয়, সাধু কে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?" তাহাতে তিনি নাকি উত্তর দিয়াছিলেন, "যাঁহার কেহ কোন নিন্দা না করে, তিনিই সাধু।" আমরা এই উত্তর শুনিয়া হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; কেন না, এমন কোন সাধু কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার কেহ নিন্দা বা নির্য্যাতন করে নাই। স্বয়ং ভগবানও অবতীর্ণ হইয়া লোকনিন্দার হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। সাধু সাধুতাযুক্ত হইলেও, আমার বুদ্ধি ও বিচারদোষে, আমি তাঁহাকে অসাধু বলিয়া বুঝিলাম, নিন্দা করিলাম; আমি নিন্দা করিলাম বলিয়াই কি সাধু অসাধু হইয়া যাইবেন? যাহার কেহ নিন্দা করে না, তিনি সাধু, ইহা অপসিদ্ধান্ত। কিন্তু যিনি কাহারও নিন্দা করেন না, পরনিন্দা শুনিলে যাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়, তিনিই সাধু।

"সচ্ছিদ্রঃ ছিদ্রয়ত্যঙ্গং সূচীব খলদুর্ম্মুখঃ।
পশ্চাচ্চ সূত্রবৎ সাধুঃ পরচ্ছিদ্রং বিলুম্পতি॥"

ছুঁচ স্বয়ং সচ্ছিদ্র, তাই কাপড় সেলাই করিবার সময় যে যে স্থান দিয়া গমন করে, সকল স্থানকেই ছিদ্রযুক্ত করিয়া যায়; সেইরূপ খল ও দুর্ম্মুখগণ অচ্ছিদ্রযুক্ত সাধুর নামকেও ছিদ্রযুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু সূচীসংলগ্ন সূত্র যেমন সূচীকৃত ছিদ্ররাশিকে পরে বিলুপ্ত করিয়া আসে, সেইরূপ সাধুগণ নিন্দকের পরিকল্পিত অন্যের নিন্দারাশি বিলোপ করিয়া দেন। হৃদয় ভরিয়া সাধুকে ভালবাসিতে না পারিলে সাধুসঙ্গের সুমধুর ফল পাওয়া যায় না।

সাধু চিনিতে পারিলেই যে আমরা সাধুসঙ্গ করিতে সমর্থ হই, তাহা নহে। যিনি সাধুকে ভালবাসিতে জানেন, এবং সাধু যাঁহার প্রতি কৃপা করেন; তাঁহারই প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুর কথাবার্ত্তা শ্রবণ করাই সাধুসঙ্গ নহে; সাধুর সেবা করা ও সাধুর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই সাধুসঙ্গ। সাধুর অনুরক্ত ভক্ত যখন সেবানু-রাগী হইয়া সাধুর সমীপে বাস করেন, তখনই সাধুর পবিত্র শক্তিরাশি পুষ্পের সুগন্ধপ্রবাহের ন্যায় তাঁহারও হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া থাকে। যেমন নিদাঘ-কালীন আতপতাপে শরীর অতিশয় সন্তপ্ত হইলে ও মশকদংশকাদির দংশনে নিতান্ত জ্বালাতন হইলে, মহিষগণ জলাশয়ে গিয়া গাত্রনিমজ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়-সেবার বিপুল সন্তাপে নিতান্ত কাতর হইলে মানবগণ প্রাণ শীতল করিবার জন্য সাধুদিগের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইতে যায়। মহিষগণের মধ্যে কতক গুলি ক্ষণকাল জলে ডুবিয়া শরীর শীতল হইলে, সিক্তকলেবরে উঠিয়া আসে; আবার গায়ের জল শুকাইলে তপন-তাপে ও মশক-দংশকের উৎপীড়নে কাতর হইলে, পুনর্ব্বার জলে গিয়া প্রবেশ করে। এইরূপে সমস্ত দিন তাহাদের জলে স্থলে দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়। কতকগুলি মহিষ এরূপ আছে যে, স্থলে উঠিলেই ক্লিষ্ট হইতে হয় বলিয়া তাহারা

সমস্ত দিন জলে গাত্র ডুবাইয়া শীতলতা ভোগ করে; কিন্তু আহারাভাবে তাহাদের শরীর শীর্ণ হইতে থাকে। আবার কতকগুলি এরূপ সুচতুর রহিষ আছে যে, তাহারা পঙ্কিল পল্বল মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাতে লুটাপুটি খায়, ক্ষণকাল পরে পঙ্কলিপ্ত কলেবরে উঠিয়া আসে, এবং ভোজনাদিপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকে; শরীরসংলগ্ন পঙ্কের আবরণ ভেদ করিয়া তাপ বা মশক-দংশকাদি তাহাদিগকে কোন ক্লেশ দিতে পারে না। ভক্ত মাহাত্মাগণ! সাধু সেবাপরায়ণ ব্যক্তিগণও এইরূপ ত্রিবিধ ত্রিতাপজ্বালায় সন্তপ্ত হইয়া অনেকে শান্তিলাভ করিবার জন্য সাধুদিগের নিকট উপস্থিত হ'ন; যতক্ষণ সাধুর নিকট বসিয়া তাঁহার বৈরগ্যপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ এবং তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করেন, ততক্ষণ তাঁহার মনঃপ্রাণ জুড়াইয়া যায় সত্য, কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিলেই আবার পূর্ব্ববৎ জ্বালামালায় হৃদয় বিদগ্ধ হইতে থাকে। আর কতক-গুলি লোক সংসারকে সম্পূর্ণ ক্লেশের হেতু জানিয়া সর্ব্বদাই সাধুদিগের নিকট থাকেন, গৃহকলত্রাদিসেবনে মনোযোগ দিতে পারেন না; সাধু-সেবায় তাঁহাদের চিত্ত শান্ত হয় সত্য, কিন্তু পরিবারাদির কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহাদিগের সময় সময় চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। আর যাঁহারা অতি সুচতুর, তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধুসেবা করিয়া সাধুসঙ্গ-সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক সাধন-শক্তির কর্দ্দম হৃদয়ে মাখিয়া, যথাযথ-রূপে যথাতথা গৃহে ও বাহিরে বিচরণ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

সাধু যে স্থানে বাস করেন, তথাকার স্থানীয় প্রকৃতি অতীব নির্ম্মল, আকাশমণ্ডল দিব্যতেজে পরিপূর্ণ; সেখানকার মৃদমন্দ মারুত-হিল্লোলে মন সুশীতল হয়, প্রাণ জুড়াইয়া যায়। সাধুর কাছে উপদেশ না লইলেও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার নিকটে থাকিলেই তাঁহার

তপস্তেজের রত্নরেণুরাশি হৃদয় মধ্যে মুক্তামালার ন্যায় আপ'ন গ্রথিত হইয়া যায়। মাধাই মহাপাষণ্ড হইলেও, কেবল সাধুর সঙ্গগুণে সে স্বর্গীয় শক্তি লাভ করিয়াছিল। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"আয়রে মাধাই! কাছে আয়,
হরিনামের বাতাস লাগুক গায়।"

জলীয় বাতাসে যেমন জল-কণিকা প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সাধুর গায়ের বাতাসে ভাগবতী শক্তি ও ভগবদ্ভক্তিরূপ সুধাসিন্ধুর বিন্দুরাশি প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন নিদাঘের নিদারুণ সন্তাপে বৃক্ষগুলি জীবন্মৃতবৎ হইয়া যায়, এমন সময় বর্ষার বিপুল বারিধারা তাহাদিগকে নাহাইয়া, ধোয়াইয়া নির্ম্মল ও সবল করে, এবং মূলদেশে রসের সঞ্চার করিয়া থাকে; ত্রিতাপতপ্ত জীব, তুমিও মস্তক অবনত করিয়া সাধুসঙ্গরূপ নিস্তরঙ্গ, নির্ম্মলনীর সরোবরে অবগাহন করিয়া লও, তোমার হৃদয়-তরুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সন্ধিতে সন্ধিতে, নবীন সুধা-রসের সঞ্চার হইবে, তুমি সাধুসঙ্গের অমৃতময় ফল লাভ করিবে।

সাধুহৃদয় মহোদয়গণ! সাধুসঙ্গের আশ্চর্য্য প্রভাবের একটি প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টান্ত বলিতেছি। রেওয়া রাজ্যের পূর্ব্বতন রাজার একজন সুপণ্ডিত কুলগুরু ছিলেন; তাঁহার পুত্র শাস্ত্র-সুশিক্ষা লাভ করিবার জন্য রাজকীয় ব্যবস্থায় কাশীতে সমাগত হ'ন। বুদ্ধিমান বিদ্যার্থী অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য, কোষ, দর্শন-শাস্ত্রাদি-পাঠ, সমাপ্ত করিয়া রেওয়ায় উপস্থিত হইলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বলিলেন, আপনার ব্যবস্থায় আমি কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়াছি; রাজ-সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আমি শাস্ত্রার্থ বিচার করিব, আপনি আমার শাস্ত্রশিক্ষার পরিচয় গ্রহণ করুন। রাজা বলিলেন, তুমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া আসিয়াছ কি? গুরুপুত্র উত্তর করিলেন

যে, আমি ব্যাকরণ, সাহিত্য ও দর্শনাদিতে সুপণ্ডিত হইয়াছি; গীতা স্বতন্ত্ররূপে পাঠ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, আমি এমনই উহার অর্থ করিতে পারিব। রাজা বলিলেন, শাস্ত্রশিক্ষা গুরুমুখী না হইলে উহা অসিদ্ধ; তুমি পুনর্ব্বার কাশীতে গিয়া গীতা পড়িয়া আইস। বিদ্যার্থী কাশীতে আসিয়া জনৈক পণ্ডিতের নিকট ভাষ্য টীকা সহিত গীতা পড়িয়া পুনর্ব্বার রেওয়ায় গমন করিলেন, এবং রাজসমীপে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রার্থ করিবার অনুমতি চাহিলেন। তাহাতে রাজা বলিলেন, তুমি কি গীতা কোন সন্ন্যাসী সাধুর নিকট পাঠ করিয়াছ? রাজা যখন শুনিলেন যে, তিনি গীতা কোন পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছেন, সাধুর নিকট পড়েন নাই, তখন বলিলেন যে, তুমি পুনর্ব্বার কাশীতে যাও এবং কোন ভগবদ্ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীর নিকট গীতা পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া আইস। পণ্ডিতগণ প্রায়ই পাণ্ডিত্যের অভিমানে অহম্মন্যতায় উন্মত্ত হইয়া কাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে চাহেন না। রাজ-গুরুপুত্র যখন সেইরূপ পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয়ে অহম্মন্যতার অন্ধতামসী শক্তি সঞ্চারিত হইবে না কেন? তাই রাজার কথায় একটু বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন যে, আমি যেরূপ গীতা পড়িয়াছি তাহা অপেক্ষা সন্ন্যাসী সাধু আর কি নূতনরূপ পড়াইবেন? রাজা তথাচ তাহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন, এবং বিদ্যার্থী কাশীতে পুনরাগত হইয়া একজন ভক্তিমান্ বৈরাগ্যবান্ সাধুর নিকট গীতা পুনরধ্যয়ন করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে গুরুকে অভিবাদনপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি রেওয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সেবার আর রাজ-সভায় গমন করিলেন না। রাজা গুরুপুত্রের পুনরাগমন সংবাদ পাইয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এবার আপনার

পুত্র রাজ-সভায় আসিলেন না কেন? গুরু উত্তর করিলেন, তাহা আমি জানি না; সে সর্ব্বদাই গীতা লইয়া পাঠ ও পূজায় ব্যস্ত থাকে, অন্য কোন কার্য্যে তাহাকে অভিনিবিষ্ট হইতে দেখিতে পাই না। রাজা মনে মনে ভাবিলেন, এইবার ফলে রং ধরিয়াছে। রাজা এক দিন প্রাতঃকালে গুরু-গৃহে গিয়া দেখিলেন, গুরুপুত্র অতি প্রীতি সহ নিবিষ্টচিত্তে পূজার আসনে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার আপনি শাস্ত্রার্থ-বিচার জন্য রাজসভায় যা'ন নাই কেন? গুরুপুত্র উত্তর করিলেন, মহারাজ! এবার আমি সাধুর নিকট গীতা পড়িয়া আসিয়াছি, জিগীষা-বুদ্ধি দূরীভূত হইয়াছে, সাধু-সহবাসে অহম্মন্যতা-বুদ্ধি বিমর্দ্দিত ও বিচূর্ণিত হইয়াছে, বিষয়-সেবা অপেক্ষা ভগবৎ-সেবাই প্রধান বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে; তাই আর বৃথা তর্কবিতর্ক করিতে, তাই আর সভা-বিজয়ী হইতে ইচ্ছা নাই, ভগবদ্গীতার ভাবরসে ডুবিয়া থাকিতে সদাই অভিলাষ। মহারাজ! সভায় যাইতে আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না। রাজা গুরুকুলে মহাপুরুষ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার দর্শন-দক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত একটী ভূ-সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিলেন। শুশ্রূষু মহোদয়গণ! ব্রাহ্মণ বালক যে সাধু-সহবাস করিয়াছিলেন, সাধুর সুধামাখা যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, সাধু সমীপে শাস্ত্র-শিক্ষা করিবার সময়ে যে সাধুশক্তি তাঁহাতে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাই তাঁহাতে সাধুসঙ্গের ফল ফলিয়াছিল।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে দেখিতে হইলে সৎসঙ্গই দিব্য চক্ষু। সহজ চক্ষে যাহা দেখা যায়, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের সাহায্যে সেই পদার্থ যেমন আরও নিগূঢ়রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে

সেইরূপ সৎসঙ্গ ও বিবেকরূপ নয়নদ্বয়ের সাহায্যে পদার্থের স্বরূপ উত্তমরূপে দৃষ্ট হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য দোষে ও অভিমানের উত্তাপে আমরা দুইটী চক্ষুই হারাইয়া বসিয়াছি; সাধ করিয়া অন্ধ হইয়া সকল অন্ধকার দেখিতেছি। সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়াছি, বিলাতের একজন মাতাল অতিরিক্ত মদ্যপানের দোষে নেত্রের দৃষ্টি-শক্তি হারাইয়াছিল। অনেক দিন চিকিৎসা হইলে পর যখন কিছুতেই পীড়া আরোগ্য হইল না, তখন ডাক্তার বলিলেন, তোমাকে আর কোনও ঔষধই সেবন করিতে হইবে না, কেবল যে মহাবিষরূপ সুরা সেবন করিতেছ, তাহাই ছাড়িতে হইবে; মদ্যত্যাগ করিলেই তোমার ব্যাধির শান্তি হইবে। মাতাল বলিল, ইহা ব্যতীত কি রোগ-শান্তির অন্য উপায় নাই? ডাক্তার বলিলেন—না। তখন মাতাল বলিয়া উঠিল, প্রাণত্যাগ করিতে পারিব, কিন্তু মদ্যত্যাগ করিতে পারিব না; যদি মদ না ছাড়িলে চক্ষু ভাল না হয়, then good-bye to my eyes (চক্ষুদ্বয়! তবে তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইলাম,) এই বলিয়া ক্ষান্ত হইল। মাতাল আপনার দোষে আপনার চক্ষুদুটী জন্মের মত হারাইল! আমরা সেইরূপ মোহ-মদিরা-পানে প্রমত্ত হইয়া চক্ষুদুটী (সৎসঙ্গ ও বিবেক) হারাইয়াছি।

"পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরাং উন্মত্তভূতং জগৎ ॥"

সাধারণ মাতালেরা দুই দশ বৎসর মদ খাইয়াই অন্ধতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমরা জন্ম-জন্মান্তর হইতে এই মোহ-সুরা পান করিয়া আসিতেছি, আমরা যে অন্ধ হইয়া পড়িব, তাহাতে আশ্চার্য্য কি? বিষয় পিপাসায় কাতর হইয়া আমরা সুধা-বোধে যে সুরা পান করিয়াছি, তাহাতেই আমরা জন্মান্ধ। জন্মান্ধ কখনই কিছু দেখে নাই; চক্ষুষ্মান্

ব্যক্তি যদি কখনও কিছু অন্ধকে দেখাইয়া দেন, অন্ধ তাহা দেখিতে পাইবে কেন? শুনিয়া শিখিয়া কি দেখার সাধ মিটিয়া থাকে? অন্ধের দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু দেখিতে পায় না। অন্ধ চক্ষুষ্মানের উপদেশ মতে পথ চলিয়া থাকে, আহার ব্যবহার করিয়া থাকে; বলিতে কি, অন্ধ নিজ জীবনের সমস্ত কার্য্যই পরের উপদেশে সম্পন্ন করিয়া থাকে। অন্ধের সমস্তই প্রয়োজন, কিন্তু নিজে কিছুই করিয়া লইতে পারে না। ভাত খাইতে পারে, কিন্তু রাঁধিয়া লইতে জানে না; অন্ধ রান্না ভাত পাইলে খাইয়া, তৃপ্ত হয় মাত্র। অন্ধ বড় গরিব ও পরের ভিখারী। চক্ষুষ্মানের কৃপা না হইলে অন্ধের কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। যিনি দীনদয়াল, তিনি অন্ধশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন; তিনিই অন্ধের জন্য অন্ন-সত্র খুলিয়া সৎকীর্ত্তি রক্ষা করিয়া থাকেন।

জগতে যত অন্ধকে দেখিতে পাই, সকলেই এক এক গাছি যষ্টি অবলম্বন করিয়া পথ চলিয়া থাকে। খাইবার স্থানে, শুইবার স্থানে, বসিবার স্থানে, অথবা যে কোন স্থানে যাউক না কেন, অন্ধ আপনার যষ্টি ছাড়িয়া যায় না। যষ্টিই অন্ধের পরমাবলম্বন ও পরমোপকারী বন্ধু; অন্ধের পিতামাতা মরিয়া গেলেও চলিতে পারে, কিন্তু যষ্টিহারা হইলে অন্ধ আর এক পাও চলিতে পারে না। যষ্টি হয়ত হস্তিদন্তে বিনির্ম্মিত, মণিমুক্তা-বিজড়িত, স্বর্ণখচিত না হইতে পারে; উহা অল্পমূল্যের বংশখণ্ড হইলেও অন্ধের পক্ষে অমূল্য জিনিষ। আমরা অন্ধ, স্বরূপ-দর্শনে অপটু; সুতরাং জীবনের পথে চলিতে হইলে আমরাই বা যষ্টি অবলম্বন না করিয়া কিরূপে যাইতে পারি। সাধারণ অন্ধত যষ্টিকে অবলম্বন করিয়া গন্তব্যপথে ধীরে ধীরে গমন করিয়া থাকে। আমরা যে অজানিত পথে যষ্টি না পাইয়া যাইতে পারিব, ইহা ত সম্ভব নয়। আমাদিগকে যে পথে যাইতে হইবে, তাহা আমরা স্বয়ং

জানি না, কেহ বলিয়া দিলেও তাহা শুনি না, কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহা বুঝি না। যেখানে যাইতে হইবে," সেখানে না যাইলেও নয়। পথহারা পথিক আমরা; সেই পথে কিরূপে যাইব, তাহাই ভাবিতেছি। সাধারণ অন্ধ তাহার গন্তব্যস্থান স্বয়ং বুঝিয়া লয়; সে আপনার মতে আপনার পথে যষ্টি ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়; কিন্তু আমাদের মত অন্ধের সেরূপ হইলেও ত চলিবে না। কেন না আমাদিগের গন্তব্যস্থানও জানি না, পথও জানি না। সুতরাং, সাধারণ লইয়া আমাদিগের কোন ফল হইবে না। যষ্টি লইয়া আমরা যাইব না; কিন্তু যষ্টি আমাদিগকে লইয়া যাইবে। আমরা কলের যষ্টি চাই, মন্ত্রপূত যষ্টি চাই। অপথ, কি কুপথ, কি সুপথ আমরা কিছুই জানি না; আমরা এমন যষ্টি চাই, যে যষ্টি স্বয়ং আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাইবে। যাইতে যাইতে সম্মুখে অপথ কি কুপথ পড়িলে, কলের যষ্টি আপনিই আমাদিগকে সুপথের দিকে ঘুরাইয়া দিবে। যে দিকে মহানরকের মহান্ গর্ত্তরাশি, যষ্টি সেদিকে যাইতে আমাদিগকে বাধা দিবে। আমি জানি, আর নাই জানি, আমার যেখানে যাইতে হইবে, সেই চিরবিশ্রাম-নিকতনের দিকে যষ্টি আমাকে আপনিই লইয়া যাইবে।

"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমম্মম"।

ইন্দ্রজালীর মন্ত্রপূত সেই কলের যষ্টি যে অন্ধ অবলম্বন করিতে পারিয়াছে, সেই অন্ধই নিত্য-নিকেতনে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই যষ্টি ভক্তগণের দরবারে, সিদ্ধগণের প্রেমবাজারে বিনামূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

জাগরে নিদ্রিত জীব ঘুমাইবে আরও কত।
চেতন হ'য়ে দেখ চেয়ে শিয়রে কাল সমাগত॥
পেয়েছ মনুষ্য-কায়া, ত্যজরে বিষয়-মায়া,
লয়ে মিথ্যা সুতজায়া, দিনে দিনে দিন গত॥
কুবাসনা পরিহরি, সদা বল হরি হরি,
বহিবে প্রেমলহরী হৃদে অবিরত॥
পূর্ণ হবে সব কামনা, রবে না আর ভয় ভাবনা,
পরিব্রাজকের রসনা, হরিগুণ গাও সতত॥

রাগিণী লূমী—তাল জৎ।

(সুর "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও")
চঞ্চল মানস বিনাশ আশাপাশ বিরস বিলাসবাসনা রে।
বিষয়বিভবে, মত্ত কি হইলে, ভুলিলে ভুলিলে আপনারে;
আসিয়া জগতে, আরোহি মনোরথে, ভ্র'মছ কি ভাবে ভাব না রে॥
দেখিতে দেখিতে, কালপ্রবাহে, জীবন যৌবন যাইল রে।
ক্রমে ধীরে ধীরে, গভীর কালনীরে, ডুবিবে তাকি মন জান না রে॥
কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র, কস্ত্বং বা ব্রহ্মবিচারে;
চিন্তয় কোঽহং কথং জগদিদং, কেন কৃতা বিশ্ব-রচনা রে॥
ভূমানুসন্ধান, কর মূঢ় মন, মলিনা বাসনা রবে না রে।
হও ধ্যাননিরত, তুর্য্যাবস্থাগত, কুরু চিৎস্বরূপম্ ধারণা রে॥

শান্তিসিন্ধুজলে, হইবে শীতল, বাজিবে প্রেম রাজসদনে রে ;
ভেদবুদ্ধি যাবে ব্রহ্মস্বরূপ হবে, রবে না ভাবনা যাতনা রে ॥
গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম, প্রেম-বাতাসে প্রাণ জুড়াবে রে ;
প্রেম-সুধাপানে হয়ে মাতোয়ারা, রবে না তনু-মন চেতনা রে ॥

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর।

বিরাজো মা হৃদ্-কমলাসনে।
তোমার ভুবনভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে ॥
অন্নপূর্ণা তুমি মা, তুমি শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা ;—
ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণুরূপ, সৃজন লয় পালনে ॥
তুমি পুরুষ কি নারী, তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
তুমি স্বয়ং না বুঝালে তাকি বুঝিতে পারি ;—
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥
তুমি জগতের মাতা যোগী জনানুগতা,
অনুগত জনের কৃপাকল্পলতা ;—
তোমায় মা ব'লে ডাকিলে নাকি কোলে লও ভক্তগণে ॥
দুঃখদৈন্যহারিণী, চৈতন্য কারিণী,
আমি অন্য কিছু চাই না ভিন্ন চরণ দুখানি ;—
প্রেমসরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে ॥
পরিব্রাজক ভিখারী সাধ মনেতে ভারি,
মধুর হাসিমাথা মায়ের মুখখানি হেরি ;—
ব'সে মায়ের কোলে, মা মা ব'লে নাচিব যোগধ্যানে ॥

যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী।

(পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-
প্রণীত গ্রন্থসমূহের আয় কাশী যোগাশ্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-যোগেশ্বরী মাতার সেবার্থ অর্পিত হইয়াছে।)

(চতুর্থ সংস্করণ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। (চতুর্থ সংস্করণ)

পরিব্রাজক শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত গীতার এই চতুর্থ সংস্করণও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম এ মহাশয়কর্ত্তৃক অতীব আগ্রাহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এবারে গীতার মূল, শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীজীর গীতার্থসন্দীপনী নাম্নী বিশদ বাঙ্গলা ব্যাখ্যা আরও বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। অধিকন্তু ভাষ্য টীকাদিতে উদ্ধৃত শ্রুতি-প্রমাণগুলিরও সুখবোধ নিমিত্ত উপনিষদ্ প্রভৃতির নাম ও অধ্যায়, এবং শ্লোকাদির সংখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্ত ইহা যে বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর এবং সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণেরও আদরণীয় হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। বঙ্গানুবাদও বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় "গীতার্থ-সন্দীপনীর" ন্যায় সুললিত ও সারগর্ভ ব্যাখ্যা আর কোন গীতাতেই নাই। এমন উপাদেয় ও মর্ম্মার্থপূর্ণ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যান্বিত সাধনানুকূল ব্যাখ্যা একমাত্র পরিব্রাজকের গীতাতেই দেখিতে পাইবেন। পরিব্রাজকের গীতার্থ-সন্দীপনীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে আর নাই, পূর্ব্বাপর এরূপ একটী প্রবাদই প্রচলিত রহিয়াছে। গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠে পুণ্যাত্মা পাঠকবর্গের হৃদয়ে যে গীতার কত গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গভাষাবিৎ পাঠকমাত্রই জানেন; সুতরাং নূতন করিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া

নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ইহার ভাব রচনা চিরদিন বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্বরত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে।"

এই গীতার সুবিস্তৃত সূচীপত্রে অকারাদিক্রমে সমস্ত শ্লোক ও শব্দের সূচী এরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, যে কোন শ্লোক ও শব্দের অর্থই অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিশ্লেষণপূর্ব্বক যে বিশদ বিষয়-সূচী প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে একবার দৃষ্টিমাত্রেই গীতোক্ত উপদেশের সার সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হইবে। গীতা সম্বন্ধীয় যে কোন দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, এই বিষয়-সূচীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সদুত্তর পাইবেন। আবার বঙ্গীয় পাঠকগণের বিশেষ সুবিধার জন্য বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহ যে অন্বয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র (সংস্কৃত না জানিলেও) সকলেই গীতার মূলঃশ্লোকের প্রত্যেক শব্দের অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

গীতার পাঠক্রম, গীতামাহাত্ম্যের মূল ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এবং পরিব্রাজক মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও হাফ্‌টোন চিত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপে পুস্তকের কলেবর আট শত পৃষ্ঠারও অধিক হইয়া পড়িলেও, মূল্য পূর্ব্ববৎ উত্তম কাপড়ে বাঁধা ৪৲ চারি টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে; ডাকখরচ ।৹ আনা। যাহারা পুস্তক সম্পূর্ণ মুদ্রণের পূর্ব্বেই গ্রাহক হইয়া দুই খণ্ডে লইবেন, তাঁহারা ডাকব্যয় সহ ৩।৹ টাকায় পাইবেন। ১ম খণ্ড (৯ম অধ্যায় পর্য্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছে।

—*—

অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

ইহাতে ভারতভ্রমণের সহিত সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্মজীবনের বিবিধ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধযোগী ধীরবীর্য্য কৃত হিমালয়স্থিত

ঋদ্ধিমন্দিরের বিস্ময়কর বিবরণ পাঠে অনেকে চমৎকৃত ও পুলকিত হইবেন। ইহাতে যোগতত্ত্ব ও সাধনক্রম এবং জ্ঞান ও ভক্তির প্রকৃত লক্ষ্য ও সমন্বয় সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে।

"ঢাকাপ্রকাশ" বলেন—"অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" বস্তুতঃই অপূর্ব্ব জিনিষ; একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পাঠক উহা শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠের সহিত গভীর তত্ত্ব সকল অলক্ষিত ভাবে হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। ঋদ্ধি-মন্দিরের বর্ণনা পাঠকালে আমরা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, সময় সময় আমাদের শরীরে রোমাঞ্চ হইয়াছিল।"

মূল্য ।৵০ মাত্র। (শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী ব্যাখ্যাত গীতার গ্রাহকগণের জন্য মূল্য ।০ মাত্র)।

পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্ম্মসমাজের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, যাঁহার অমৃতময়ী ধর্ম্মব্যাখ্যায় সহস্র সহস্র পাষাণহৃদয়ও বিগলিত, কত অপথ কুপথগামীও সুপথে আনীত, যাঁহার জ্বলন্ত ও জীবন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় এক সময়ে পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ধর্ম্মভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্গের সেই প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর অমূল্য বাণী চিরস্থায়িনী করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পরিব্রাজকের বক্তৃতা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ

ওজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।”
এই বক্তৃতার জীর্ণ কঙ্কালমাত্র দেখিয়া বঙ্গবাসীও একদিন বলিয়াছিলেন
—“শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সেই মোহনকান্তি মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী
মধুধারা যিনি শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়াছেন, তিনি
ইহার মর্ম্ম আপনি বুঝিয়া লইবেন।” মূল্য ১৲ টাকা মাত্র,
ডাকব্যয় ৴০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি।

বঙ্গে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারের উদ্বোধনকালে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ
স্বামী মহোদয় ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ যে সমস্ত
উত্তমোত্তম প্রবন্ধ লিখিতেন, যাহার সুন্দর সুমার্জ্জিত ভাব ও ভাষা
সাহিত্যজগতে অতুলনীয়, তাহাই পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে।
কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয়, কিরূপে ধর্ম্মের সেবাদ্বারা শান্তিতে
সমাজের উন্নতি করিতে হয়; তাহা এই পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।
মানব-গ্রন্থ, জাতীয় প্রকৃতি, নীতি-শিক্ষা, ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন,
দুর্গোৎসব, রাস-লীলা, জাবের নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি চারি শত পৃষ্ঠায়
পূর্ণ প্রবন্ধমালা একবার পাঠ করিলেই উহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।
মূল্য ৸০ আনা, ডাকব্যয় ৴০ এক আনা।

☞ বক্তৃতা ও পুষ্পাঞ্জলি একত্রে লইলে ১৷৴০ মূল্যেই পাওয়া
যায়। পুস্তক দুইখানি বিশুদ্ধ ভাব ও ভাষার আদর্শস্বরূপ, এবং
ইণ্টার, মিডিয়েট ও বি এ পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গালা ভাষায় দক্ষতা
লাভের জন্য বিশেষ উপযোগী।

ভক্তি ও ভক্ত।

(নূতন পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে)।

পরিব্রাজক মহোদয়ের সেই সর্ব্বজনসমাদৃত "ভক্তি ও ভক্তে"র পৃথক্ পরিচয় আর কি দিব; "ভক্তি ও ভক্ত" পাঠ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। পরিব্রাজকের ভক্তিরসামৃত পাঠ করিলে কেহই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত এই ভক্তিগ্রন্থখানি ধর্ম্ম-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের এরূপ সুমধুর বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় আর নাই। ভক্তচরিতগুলি পাঠকালে সত্য সত্যই মরুভূমি সদৃশ শুষ্কহৃদয়েও প্রেমের প্রবাহ বহিতে থাকে। এই সংস্করণে পরিব্রাজক মহোদয় লিখিত আরও একটী ভক্তচরিত এবং তাঁহার প্রণীত কলিকালের সার সম্বল "হরের্নামৈব কেবলম্" ভক্তি ও ভক্তের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। অধিকন্তু গ্রন্থারম্ভে বিস্তৃত সূচী এবং সকলের সুখবোধার্থ ভক্তিসূত্র ও ভক্তিচরিতমালার সরল ও সরস আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তৎসহ পরিব্রাজক মহোদয়ের "বিজ্ঞাপনী" হইতে "নিরুদ্দেশ ও পরিচয়"ও উদ্ধৃত হইল। আশা করি, এইবার পরিব্রাজক প্রণীত "ভক্তি ও ভক্ত" বঙ্গের গৃহে গৃহে শোভা পাইবে। বিষয় সমাবেশের অনেক বৃদ্ধি হইলেও মূল্য মাত্র ॥৶০ নির্দ্ধারিত হইল; ভিঃ পিঃ ডাকে ৸০ পড়িবে।

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

(পঞ্চম সংস্করণ—দ্বিগুণ আকারে পরিবর্দ্ধিত)

পরিব্রাজকের সঙ্গীতের কোন পরিচয় দিবার আর আবশ্যক নাই। পরিব্রাজক রচিত—'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী', 'হরি-নামামৃতপান কর সবে ভাই', "মন করিস্‌নে গণ্ডগোল' 'বিরাজো মা

হৃদ্-কমলাসনে' ইত্যাদি সঙ্গীত সকল এক্ষণে বঙ্গের নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে গীত হইয়া থাকে। গ্রামোফোন যন্ত্রেও পরিব্রাজকের অনেকানেক সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পরিব্রাজক মহোদয়ের রচিত সমস্ত সঙ্গীত এতদিন একত্র মুদ্রিত হয় নাই। এইবার আমরা তাঁহার রচিত আগমনী গান ও শেষ জীবনের সমস্ত সঙ্গীতগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। তিনি কিশোর বয়সে ভক্তিভাব ও বৈরাগ্যের আবেশে যে শত সঙ্গীতপূর্ণ সঙ্গীতমুঞ্জরী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও এই সংস্করণে পরিব্রাজক-সঙ্গীতের পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিব্রাজকের সঙ্গীতগুলি তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল স্বরূপ; জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ ও ভক্তি সাধনার গভীর তত্ত্বসকল ইহাতে অতি সরলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সঙ্গীতগুলি পড়িলে বা শুনিলে ভক্তিভাবে মন আপনি গলিয়া যায়। অধিকাংশের সুরও অতি সহজ। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের মতমতান্তরের সমন্বয় এবং জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ থাকায় ইহা সাধকমণ্ডলীর অতি প্রীতিকর হইয়াছে। যাঁহারা সহজে সাধনমার্গের সার কথাগুলি জানিতে চাহেন, তাঁহারা একবার পরিব্রাজকের সঙ্গীত পাঠ করুন। এবার সঙ্গীতের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক হইলেও মূল্য ।৶০ আনা মাত্রই নির্দ্ধারিত হইল। ভিঃ পিঃ ডাকে ॥০ আট আনা।

পঞ্চামৃত—পরিব্রাজক মহোদয়ের এই পুস্তকে উপসনা সম্বন্ধীয় সমস্ত গভীর তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে। ইহা একবার পাঠ করিলে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের তাবদ্বিরোধ মিটিয়া যাইবে, শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষ ভাব দূরীভূত হইবে। ইহাতে বলিদান, রাসলীলা ও পঞ্চমকারের শাস্ত্রীয় প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূল্য ৶০ তিন আনা, ডাক ব্যয় ৴১০।

রামগীতা—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত রামগীতার ন্যায় উহার এরূপ সুন্দর ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা আর নাই। রামগীতা সংক্ষেপে বেদার্থের সারসংগ্রহ স্বরূপ। সহজে জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পরিব্রাজক ব্যাখ্যাত রামগীতা পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। মূল্য ৶০ তিন আনা, ডাক ব্যয় ৲১০।

ষট্‌চক্র—আত্মবোধের জন্য ষট্‌চক্রের জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই পুস্তকে পরিব্রাজক মহোদয় লিখিত ষট্‌চক্রের সুবিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিলে সাধনসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহই দূর হইয়া যাইবে, এবং সকলেই ষট্‌চক্রের সাধনতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

☞ পরিব্রাজকের গীতার গ্রাহকগণ পঞ্চামৃত ও রামগীতা একত্রে ।০ আনায়, এবং ষট্‌চক্রখানি ।০ আনায় পাইবেন।

প্রবোধকৌমুদী—সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধনমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক পরিব্রাজক মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে এই পুস্তকখানিই প্রণয়ন করেন। ইহার পত্রে পত্রে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব শোভা পাইতেছে। পাঠে যৌবনের মোহ দূরীভূত হয়। মূল্য ৶০ আনা।

নীতিরত্নমালা—স্বধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রদ অতি উপাদেয় পুস্তক। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের চরিত্রগঠন জন্যই পরিব্রাজক মহোদয় এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গের সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার শুভ ফল এক্ষণে কাহারও অবিদিত নাই। ইহাতে তাঁহার প্রদত্ত বালক ও যুবকগণের উপযোগী নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সার উপদেশ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য ৶০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী—সুবিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যাসহ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় (বাঙ্গালা অক্ষরে) রচিত কবিতামালা।

জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ ভাবসমূহ ও যোগের গূঢ় রহস্য সুললিত ছন্দে ও মনোহর ভাষায় সুশোভিত। মহাত্মা কবীর, তুলসীদাস আদি হিন্দী কবিগুরুগণের উপদেশের ন্যায় ইহা সজ্জনমাত্রেরই কণ্ঠে কণ্ঠে শোভা পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মূল্য ৵০ আনা।

যোগ ও যোগী—পরিব্রাজকপ্রণীত এই পুস্তকখানি যোগশিক্ষার সোপান স্বরূপ। ইহা পাঠ করিলে যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থালোচনায় বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহাতে সংক্ষেপে অথচ সরল ভাবে যোগসাধনপ্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভূমিকায় লিখিত আছে—"যাহাতে সাধকগণ মায়াতে না ভুলিয়া কায়াতে আকৃষ্ট হয়েন, ছায়াতে তাহারই আভাস দেওয়া হইল।" মূল্য ৵০ দুই আনা।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র—পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত নিজ জন্ম-ভূমির দেবলীলা বিষয়ক অপূর্ব্ব ইতিহাস। ইহা পড়িতে পড়িতে ভক্তিভাবে হৃদয় বিগলিত হইবে, প্রেমাশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। মূল্য ডাক ব্যয় সহ /১০ মাত্র।

☞ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রণীত নিম্নলিখিত চারিখানি পুস্তক একত্রে দুই আনায় পাওয়া যায়। (ডাক মাশুল লাগিবে না।) (১) মণিরত্নমালা—সংস্কৃত মূল বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা; (২) শ্রাদ্ধতত্ত্ব—বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা প্রতিপাদন; (৩) বিজ্ঞাপনী—বিজ্ঞাপনের ভাষায় জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের গূঢ় উপদেশ; (৪) আগমনী—পরিব্রাজক-রচিত সমস্ত আগমনী সঙ্গীত একত্র মুদ্রিত।

স্তবমালা—নানা শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ সাধকগণ কৃত অত্যুত্তম স্তোত্র কবচ প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। সকল দেবদেবীর স্তবই এই পুস্তকে পাইবেন। ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

বিশ্বনাথ-আরতি ও অন্নপূর্ণা স্তুতি—মূল্য ৴১০ অৰ্দ্ধ আনা। স্তবমালা লইলে এইখানি উপহার স্বরূপ পাইবেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—নিত্য পাঠের জন্য বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত, কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

পকেট গীতা—নিত্য পাঠের জন্য গীতামাহাত্ম্য সহিত মূল গীতা বড় অক্ষরে মুদ্রিত—মূল্য ৵০ আনা।

বিচারপ্রকাশ।

এই পুস্তকে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীর গুরুদেব সিদ্ধ পরমহংস বাবা দয়ালদাসজীর জীবনী ও উপদেশবাণী সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় স্বামী দয়ালদাসজীকে দর্শন করিয়া সঞ্জীবনী সংবাদপত্রে ও স্ব-প্রণীত "কুম্ভমেলা" নামক পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ সমস্তই এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা পাঠে আদর্শ সাধু-জীবন ও বেদান্ত শাস্ত্রীয় সার মর্ম্ম এবং সন্ন্যাস ও সাধন বিষয়ক সমস্ত কথাই জানিতে পারিবেন। এই গ্রন্থে বিবিধ দার্শনিক মীমাংসা, গীতার হৃদয়স্বরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের গূঢ়ার্থ, এবং মুক্তিলাভের উপায় ও অনুষ্ঠান অতি পরিস্ফুটভাবে বিবৃত হইয়াছে। সাধুসন্ন্যাসিগণের মধ্যে নিত্যব্যবহৃত বেদান্ত-শাস্ত্রীয় সরল সিদ্ধান্তপূর্ণ এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। সাধুমুখ-নিঃসৃত এই জীবন্ত উপদেশবাণী পাঠ করিলে প্রকৃতই সাধুসঙ্গের ফললাভ হইবে। ২০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ॥০ আনা মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵০ আনা পড়িবে।

হিতবাদী—"আমরা শ্রীমৎ দয়ালদাসস্বামী মহোদয়কে গুরুবৎ পূজা করিতাম। এ পুস্তক জিজ্ঞাসুমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।" প্রবাসী—"যাঁহারা নব্য বেদান্তের মত জানিতে চাহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পড়িয়া

উপকৃত হইবেন।” হিন্দু পত্রিকা—“আমরা আশা করি, বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানময় ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ এই পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ধর্ম্ম-তত্ত্বসেবী হিন্দু পাঠকগণের সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।”

জ্ঞানদীপিকা—এই বৃহৎ গ্রন্থখানি জ্ঞান ও ভক্তিসাধনানুকূল প্রবন্ধাবলিতে পূর্ণ। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী লিখিয়াছেন—“প্রবন্ধগুলিতে সাধনলব্ধ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবিকাশের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ লহরীমালা ক্রীড়া করিতেছে।” ডিমাই ৮ পেজী ৩৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ এক্ষণে কিছু দিনের জন্য।৶০ ছয় আনা মূল্যে বিক্রিত হইতেছে। কেবল ডাকব্যয়ই ৶০ দুই আনা পড়িবে। ডাকব্যয় সহ মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

গৌড়পাদীয় আগম—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু ও শুকদেবশিষ্য শ্রীশ্রীগৌড়পাদাচার্য্য কৃত। ইহাই অদ্বৈতমতের মূল গ্রন্থ। ইহাকেই আদর্শ করিয়া শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্য রচনাপূর্ব্বক জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। বেদান্তশাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান জন্য এতৎ গ্রন্থরত্নের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। ইহা ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমান আদরের সামগ্রী। সংস্কৃত মূল ও বিস্তৃত বাঙ্গলা ব্যাখ্যা সহ।০ আনা।

দিনচর্য্যা (২য় সংস্করণ)—হিন্দুর আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, ব্যায়াম, ব্রহ্মচর্য্য, ভক্তি ও যোগ সাধন, সঙ্গীত ও স্তোত্র আদি লইয়া শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাত্রগণের চরিত্রগঠনে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—“দিনচর্য্যা আদ্যোপান্ত পড়িয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিলাম। লেখা সরল, গুরুতর গুহ্য বিষয় সকল সরলভাবে বিবৃত; এরূপ গ্রন্থ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই পুস্তক-গারে থাকা উচিত।” মূল্য।০ চারি আনা।

আশ্রম চতুষ্টয়—দিনচর্য্যাপ্রণেতা ও স্বনামখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। মহর্ষি মনু প্রমুখ মহাপুরুষগণের আদেশ সকল বর্ত্তমান কালে কিরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহারও যথেষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে আছে। পুস্তকখানি বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই সুখপাঠ্য, এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵০ আনা।

সেই সর্ব্বজনপ্রশংসিত সুরচিত ও সুললিত

শান্তি-পথ ও ধ্যানযোগ।

(পরিবর্দ্ধিতাকারে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে)

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য কিরূপে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে হয়, আত্মবিশুদ্ধি লাভ করিতে হইলে শোকমোহের সীমা অতিক্রম করিয়া শাশ্বতী শান্তি পাইবার জন্য কিরূপ পুরুষার্থের প্রয়োজন, শ্রদ্ধাবীর্য্য সহকারে সংসারের আবিল স্রোতের মধ্য দিয়াও শুদ্ধসত্ত্বময় পথে চলিবার উপায় কি, তদ্বিষয়ক উপদেশসমূহ অতি সরল ও মনোহর ভাষায় "শান্তিপথের" পত্রে পত্রে শোভা পাইতেছে। জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় যাঁহার অনুরাগ, সুখ দুঃখের অধিকার হইতে—জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত যিনি ব্যাকুলহৃদয়, তিনি শান্তি-পথে জীবন-যাত্রার সকল সমাচারই পাইবেন। বিশেষতঃ শান্তি-পথে বিচরণ কালে সুখপূর্ব্বক বিশ্রাম জন্য এই সংস্করণে "ধ্যানযোগ"ও বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষৎ ও যোগদর্শনাদিতে ধ্যান, ধারণা, সমাধি ও তদনুকূল সাধনাঙ্গসমূহের

যে সমস্ত সুগভীর উপদেশরাশি নিহিত আছে, তাহাই অতি সরলভাবে সকলের অনুষ্ঠানের অনুকূল করিয়া লিপিত ও "ধ্যানযোগ" নামে অভিহিত হইল। সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও কিরূপে নিজ অবস্থানুসারে ধর্ম্মসাধন করিতে পারা যায়, শান্তি-পথের পাঠকগণ তাহা পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলেই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবেন, এবং ধ্যান-যোগাধ্যায় তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই শান্তি-পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে, ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়।

হিতবাদী বলেন—"শান্তি-পথের লেখা সুন্দর, ভাবাভিব্যঞ্জনার পারিপাট্য আছে, বিষয়নির্ব্বাচনও সুন্দর হইয়াছে।"

'**MODERN REVIEW** ও প্রবাসী বলেন :—It is worth reading,' ইহা পাঠের উপযোগী।

INDIAN EMPIRE লিখিয়াছেন :—"The book very ably deals with some of the high Hindu tenets which should be read with interest and profit by every one."

LEADER (Allahabad) এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—It deals with intricate questions of Hindu philosophy, its aim and final goal. The fundamentals of the difficult subject of Hindu philosophy can be easily grasped from this book, which we recommend to all interested in it."

INDU (Bombay) :—"Can be read with profit.'

{ পুস্তকের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় ও উত্তম কাগজে মুদ্রণ জন্য মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

☞ আট আনার কম মূল্যের পুস্তকাদি ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরণে বহু অসুবিধা হয়। তজ্জন্য অল্প মূল্যের পুস্তক লইতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ডাক টিকিট পাঠাইবেন। এতদ্দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূল্যাদিরূপণ-তালিকা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—**কাশী-যোগাশ্রম**, বেনারস সিটি।